بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্‌মদীয়া-বুলেটীন।

বিশেষ সংখ্যা। | সেপ্‌টেম্বর ১৯২৫ ইং | সডাক বার্ষিক মূল্য ॥/০ প্রতি সংখ্যা ৫পয়সা।

খলিফার বাণী

বাংলার আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ! আচ্ছালামো আলায়কুম।

ভ্রাতা চৌধুরী আবুল হাসেম খান গত দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গ-দেশের আহ্‌মদী ভ্রাতাগণকে সম্বোধন করিয়া কর্ত্তব্য পালন এবং চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। ভ্রাতার এই সদ্‌ইচ্ছাটি পূর্ণ করিতে আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, নানা প্রকার ঘটনাবলীর এমনি সমাবেশ হইতে থাকে যে আমি বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে পারি নাই। করুণাময় আল্লাতালার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করার ক্ষমতা তিনি আজ আমাকে দিয়াছেন।

হে ভ্রাতাগণ, আমি বারংবার এই মত প্রকাশ করিয়াছি যে আহ্‌মদী মত প্রচারের জন্য বাংলা দেশ পৃথিবীর সেরা স্থান সমূহের মধ্যে অন্যতম উপযুক্ত স্থান। আল্লাতালা তোমাদের দেশের উপর এমনি কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন যে এই দেশের অধিবাসিগণ সরল ও সাদা সিধে এবং সত্যকে গ্রহণ করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। পক্ষান্তরে এদেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জ্ঞান আহরণের একান্ত উপযোগী। যে জাতির মধ্যে এই দুটি জিনিষ পাওয়া যাইবে সেই জাতির উন্নতি সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই ভারতবর্ষে এছলামের প্রভাব পঞ্জাবের পরে বঙ্গদেশেই সর্ব্বাধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে তখন এই ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। কারণ অভিজ্ঞতার দ্বারাই সকল সংশয় কাটিয়া যায়।

সর্ব্বদাই বাঙ্গালী জাতির প্রতি একটা প্রগাঢ় প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। যে কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত তাহা আমাকে পক্ষপাতশূন্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে (এবং এইরূপ হওয়াই ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত)। তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে আমি বাংলার অধিবাসি-গণকে অনেক দেশের লোক হইতে বেশী পছন্দ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা-দেশ হইতে ইছলাম ও আহ্‌মদীয়াতের অনেক উপকার সাধিত হইবে। হজরত রছুলে করিম ইমন হইতে যেমন সুগন্ধ অনুভব করিতেন, আমিও তেমনি সিন্ধু দেশ ও বাংলার দিক হইতে মনোহর গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। মানুষ তাহার ধারণা ও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকে। আমি তোমাদের চেষ্টা ও উদ্যম আমার ধারণার অনুযায়ী দেখিতে বাসনা করি।

হে ভ্রাতাগণ, আল্লাতালা তোমাদের উপর গুরুতর দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হেদায়েত পাওয়া তেমন শক্ত নহে; কিন্তু তাহাকে নিরাপদ রাখা ও তাহার কদর করা বড়ই কঠিন কাজ। নাক, কাণ, জিহ্বা প্রভৃতি মানুষকে চেষ্টা করিয়া আহরণ করিতে হয় না। এমন অন্ধ অনেক কম দেখিতে পাওয়া যায় যে জন্মাবধি দেখিতে পায় না। কিন্তু এমন অন্ধের সংখ্যাই বেশী, যাহারা চক্ষুর সদ্ব্যবহার করে না এবং চক্ষু থাকিতেও অন্ধের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বন্ধুগণ আল্লাতালা তোমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন ও সত্যকে গ্রহণ করিবার শক্তি দিয়াছেন। এই সত্যকে সাবধানে রক্ষা করিবে। অবহেলায় নষ্ট হইতে দিও না। মনে রাখিও হেদায়েত উপর হইতে আসিয়া থাকে। যদি তোমারা চক্ষু বুজিয়া না থাক তবে হেদায়েত পাওয়া তোমাদের পক্ষে বড় কঠিন নহে। হজরত আবুবকর (রাঃ) এমনি করিয়া সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমার গুরু হজরত নুরউদ্দীন (রাঃ) এমনি করিয়া সত্যকে দেখিতে পান। তাই তাঁহারা সত্যকে গ্রহণ করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করেন নাই। হজরত ওমর (রাঃ) যতদিন কোরআনের বাক্য শুনিতে পান নাই, ততদিন ইছলামের সহিত যুঝিয়াছেন; কিন্তু যে শুভ মুহূর্ত্তে পবিত্র বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল অমনি তিনি ইছলাম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ইছলাম গ্রহণ করা ও সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া একটা মস্ত কাজ নহে। ইহা কোন কর্ম্ম ফলে অর্জ্জনীয় নহে বরং ইহা আল্লাতালারই বিশেষ দান। যদি আমরা আমাদের অন্তকরণের জানালা বন্ধ করিয়া না রাখি তবে হেদায়েত আপনিই অন্তরে প্রবেশ করে, যেমন সূর্য্যের আলো ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না রাখিলে আপনিই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু হেদায়েতের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য দ্বারাই বিশ্বাসিগণ মধ্যে তারতম্য হয় এবং বিশ্বাসী ও

অবিশ্বাসীর মধ্যে পরীক্ষা করা হয়। এই কার্য্য দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহার সমুচিত সদ্ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের জীবনকে তদনুযায়ী গঠিত করা। এই দুই কার্য্যেই আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা আমাদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা, অটল সহিষ্ণুতা ও মানব প্রেমের পরীক্ষা। যদি আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তবে বুঝিব আমরা কিছু করিয়াছি। তবেই আমরা খোদাতালার পুরস্কারের উপযুক্ত হইব, নতুবা নহে, যেহেতু সূর্য্যকে কেহ সূর্য্য বলিলে তদ্বারা পুরস্কারের যোগ্য হয় না। হে ভ্রাতাগণ, নিজকে সাচ্চা ও পাক্কা মোমেন রূপে তৈরী কর এবং প্রকৃত আহমদী হও, যেন তোমার ইমান তোমার মঙ্গলের কারণ হয় এবং তোমার গৃহ এই পৃথিবীতেই স্বর্গে পরিণত হয়। তোমাদের মনকে আলস্য ও জড়তার ব্যাধি হইতে মুক্ত কর। কাপুরুষতা ও পরছিদ্রান্বেষণ-রূপ অজগরের গ্রাস হইতে এই রত্নটিকে বাঁচাইয়া রাখ। অজ্ঞতার অপমৃত্যু হইতে নিজকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। বিদ্যার সুমিষ্ট শীতল জল পান কর এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান বা এরফনে এলাহির অমূল্য সম্পদ আহরণ কর। যাহার ব্রহ্ম-জ্ঞান নাই সেই ব্যক্তি পঁচা শবদেহের মত—তাহা দ্বারা কাহারও উপকার হয় না বরং বহু লোকের অনিষ্ট সাধিত হয়।

হে ভ্রাতাগণ, মিথ্যা কথা পরিহার কর পরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না। কাহারও নিন্দা করিওনা। কাহারও সহিত অবজ্ঞা সূচক বাক্য ব্যবহার করিত না। বৃথা বাক্য ব্যয় হইতে বিরত থাকিবে। পক্ষান্তরে স্বভাব-সুলভ সত্যবাদী হইতে চেষ্টা কর। পরের দোষ অন্বেষণ করার চেয়ে পরকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। ঘৃণার পরিবর্ত্তে সম্মানের সহিত ভ্রাতাগণের নাম উচ্চারণ করিবে। এমন কি যে তোমার শত্রু তাহারও সম্মানের সহিত নাম উচ্চারণ করিবে। কারণ প্রেমের ছুরি যাহা কাটীতে পারে শত্রুতার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র তাহা কাটিতে পারেনা শুধু প্রেমের দ্বারাই শত্রুকে বিজয় করিতে পার, শত্রুতার দ্বারা কখনই নহে।

লোকের সহিত আদান প্রদানে নির্দ্দোষ থাকিবে। কাহারও গচ্ছিত ধন সম্পত্তি গ্রাস করিওনা। দরিদ্রের সহায়তা, বিধবার দুঃখ-মোচন, রোগীর সেবা, দীন দুঃখীর পরিচর্য্যা তোমাদের জীবনের ব্রত হউক। তোমাদের জীবন-প্রণালী এত নির্দ্দোষ ও পবিত্র হউক যেন শত্রুও স্বীকার করে যে আহমদী মত গ্রহন করিলে মানুষের মধ্যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহা পশুকেও মানুষের প্রকোষ্ঠে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা ইমান রক্ষা ও হেফাজতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহার অপর দিক হইতেছে ইমানের কদর করা। ইহার আবশ্যকীয়তাও কম নহে। আল্লাতালা কোরাণ শরীফে ফরমাইয়াছেন * * * *

و اما بنعمت ربك فحدث *

অর্থাৎ খোদাতালার নিকট হইতে যে নেয়ামত পাইয়াছ তাহা প্রকাশ কর ও তাহার সংবাদ চারিদিকে প্রচার কর। অন্যত্র বলিয়াছেন * * * * *

لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابى لشديد *

অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নেয়ামত সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আরও নেয়ামত দান করিব। কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে যে শুধু সেই সকল নেয়ামত কাড়িয়া লইব তাহা নহে, আমার ক্রোধাগ্নি তোমাদের উপর নিপতিত হইবে। সৎপথ প্রদর্শন আল্লার দান এবং অতি শ্রেষ্ঠ দান। এই দানের সদ্ব্যবহার কর এবং ইহার সদ্ব্যবহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—স্বর্গীয়বার্ত্তা সকলের নিকট বহন কর।

সম্ভবতঃ তোমরা আহমদী মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করিতেছ এবং স্বর্গীয় বার্ত্তা লোকের কাছে বহন করিতেছ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তোমরা যতটা করিতেছ তাহাতে কি একথা বলা যায় যে আল্লাতালাল্ল নেয়ামতের প্রকৃত পক্ষে কদর করা হইতেছে? তোমাদের দেশের অভাবের কথা মনে করিলে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "না" ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং একথা স্বীকার্য্য যে তোমরা আল্লাতালার নেয়ামতের যথোপযুক্ত কদর বা সদ্ব্যবহার কর নাই। প্রিয় ভ্রাতাগণ, আজ পনর বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বাংলাদেশে আহমদী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এই দেশের ছয় কোটি অধিবাসীর মধ্যে আহমদীর সংখ্যা ২।৩ হাজারের অধিক হইবে না। আরও চিন্তার বিষয় এই যে আহমদীগণের নিবাস, বিশেষ কয়েকটী স্থানে সীমাবদ্ধ। শত শত মাইল পরিমিত এমন জনপদ পড়িয়া আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পৌছে নাই। অথচ এই সকল স্থান প্রচারের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং কৃতকার্য্যতার আশাও যথেষ্ট রহিয়াছে। যখন বাংলার এই অবস্থা তখন তোমরা কিরূপে নিজ মনকে শান্তনা দিতে পার যে তোমরা আপনাপন কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছ? একদিকে দেখিতে পাই ভূমি বীজ ধারণে সম্পূর্ণ উপযোগী অপর দিকে দেখি বীজ কিছুই বপন হইতেছে না। তখন স্বীকার করিতে হইবে যে যথাযথ চেষ্টার নিতান্ত অভাব। এই অভাব মোচনের চেষ্টা যত দ্রুতগতিতে হয় ততই মঙ্গল।

অতএব তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে তোমরা সম্মিলিতভাবে বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারের কাজে লাগিয়া যাও। হাঁ, তোমরা সংখ্যায় অতি অল্প আর তোমাদের সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে। কিন্তু মনে রাখিও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সকল সমাজই প্রথমে অল্প সংখ্যক ও দুর্ব্বলতাপূর্ণ থাকে। তোমাদের চেয়েও অধিক দুর্ব্বল থাকে। তোমরা সংখ্যার অল্পতার প্রতি দৃষ্টি করিও না। নিজ দুর্ব্বলতার দিকে চাহিও না। ইমান ও সততা তোমাদের প্রধান সম্বল। তৎপর মিলিতভাবে এক নিয়মবদ্ধ সঙ্ঘাধীনে থাকিয়া তোমরা আত্মত্যাগ করিতে ও কাজ করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যে তোমরা সফলতা লাভ করিবে এবং দেশের অবস্থা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে। যদি তোমরা এই প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে পার এবং সমাজের ভিতরের ও বাহিরের উন্নতি সাধনে এবং আহমদী মত প্রচারের প্রতি মনযোগী হও তবে আমি এই প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে আমি সর্ব্বদা আল্লাতালার সমীপে তোমাদের সকল চেষ্টা ফলবতী করিবার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা কবিতে থাকিব।

খোদাতালা তোমাদিগকে তাঁহার অনুমোদিত পথে পরিচালিত করুন, তিনি তোমাদিগকে সাহস ও শক্তি দান করুন, যেন তোমরা সত্যকে পৃথিবীতে প্রচার করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে সত্য পথ দেখাইয়া দেন এবং তোমাদের বাক্যে ও লেখণীতে এবং মস্তিষ্কে তাঁহার মঙ্গল-প্রেরণা দান করেন। আমিন।

মির্জা মাহ্‌মুদ আহমদ
(খলিফাতুল মসিহ)